



ইরানসহ মধ্যপ্রাচ্যের স্থিতিশীলতায় পূর্ণ সহায়তার আশ্বাস পুতিনের



ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচির সঙ্গে বৈঠক করেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। ছবি: সংগৃহীত

মধ্যপ্রাচ্যে স্থিতিশীলতা ও সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর স্বার্থ রক্ষায় রাশিয়া সর্বোচ্চ চেষ্টা চালাবে বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। সেন্ট পিটার্সবার্গে সফররত ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচির সঙ্গে বৈঠকের পর তিনি এ অবস্থান তুলে ধরেন।

বৈঠকে পুতিন স্পষ্ট করে বলেন, ইরানসহ পুরো মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং আঞ্চলিক স্বার্থ রক্ষায় মস্কো সম্ভাব্য সব ধরনের উদ্যোগ নেবে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন, বর্তমান কঠিন পরিস্থিতি কাটিয়ে ইরান দ্রুত স্থিতিশীলতায় ফিরবে এবং দেশটিতে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে।

এদিকে ইরানকে ঘিরে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে উত্তেজনার মধ্যেই চীনও নিজেদের অবস্থান পরিস্কার করেছে। তেহরানের সঙ্গে সম্পৃক্ততার অভিযোগে চীনা তেল কোম্পানিগুলোর ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নতুন নিষেধাজ্ঞাকে ‘অবৈধ’ আখ্যা দিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেছে বেইজিং। চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র লিন জিয়ান বলেন, আন্তর্জাতিক আইনের ভিত্তিহীন একতরফা নিষেধাজ্ঞার বিরোধিতা করে আসছে তার দেশ এবং ভবিষ্যতেও সেই অবস্থান বহাল থাকবে।

তিনি আরও জানান, যুক্তরাষ্ট্রের এমন পদক্ষেপকে তারা ‘অপব্যবহারমূলক ও বৈষম্যমূলক’ হিসেবে দেখে এবং এসব থেকে সরে আসার আহ্বান জানান। একই সঙ্গে চীনা কোম্পানিগুলোর বৈধ স্বার্থ রক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার কথাও উল্লেখ করেন তিনি।

উল্লেখ্য, ইরানের তথাকথিত ‘অবৈধ তেল বাণিজ্য’ দমনের অংশ হিসেবে সম্প্রতি নতুন করে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এর আওতায় চীনের বৃহৎ রিফাইনারি হেংলি পেট্রোকেমিক্যালসহ সংশ্লিষ্ট লেনদেনে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। পাশাপাশি শানডং অঞ্চলের বেশ কয়েকটি ছোট রিফাইনারিসহ প্রায় ৪০টি প্রতিষ্ঠানের ওপরও নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

এই ঘোষণার পরপরই বাজারে প্রভাব পড়ে—হেংলি পেট্রোকেমিক্যালের শেয়ারের দাম একদিনেই প্রায় ১০ শতাংশ পর্যন্ত কমে যায়।